ফ্লোরিডা : ওরল্যান্ডো

মহাকাশ ভ্রমণ ও হাঙরের আক্রমন

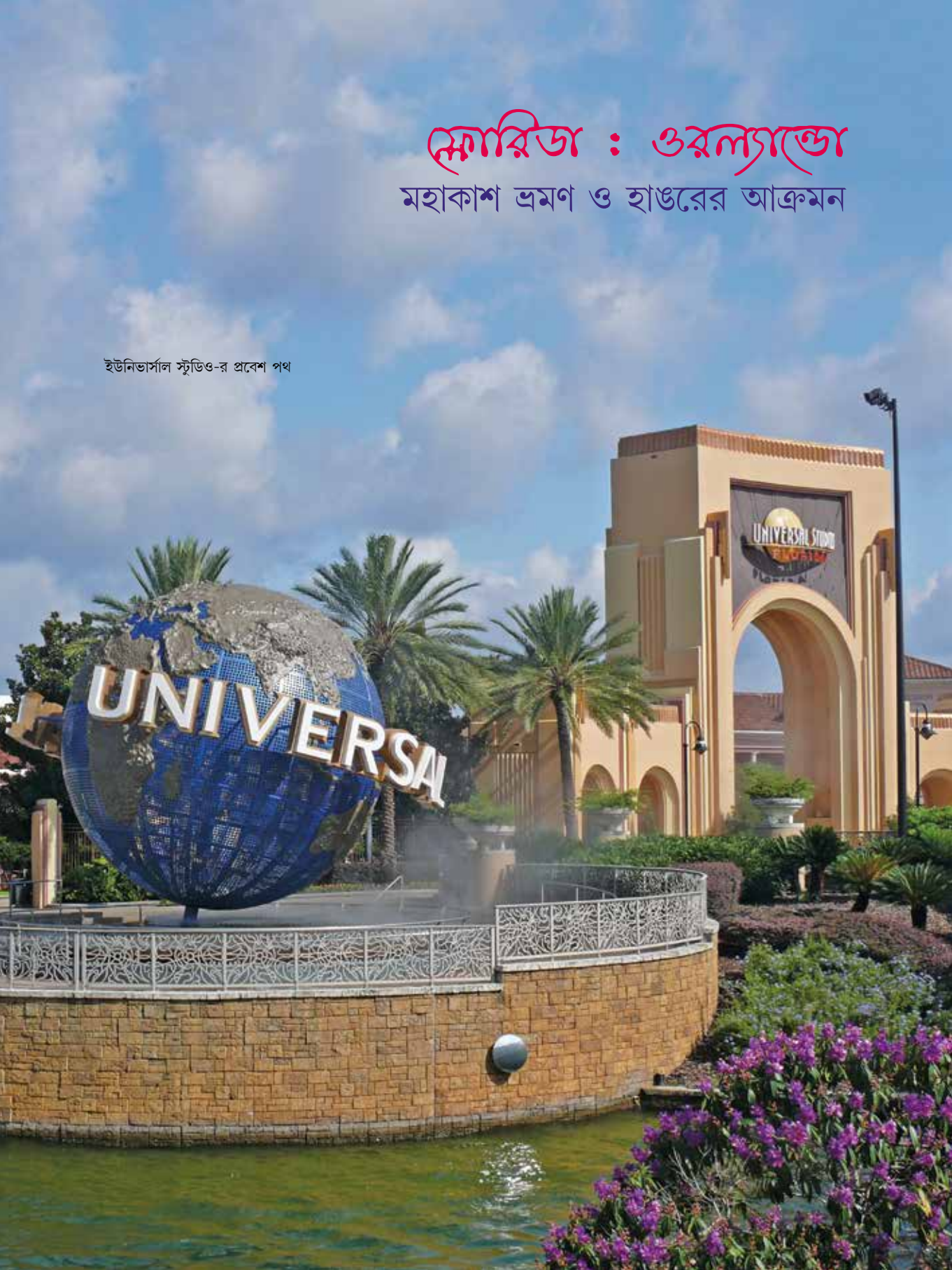

ইউনিভার্সাল স্টুডিও-র প্রবেশ পথ

টু-জি শক্তি এবং হাঙরের আক্রমণ, একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ক্রমবর্ধমান গতিবৃদ্ধির হারকে ১-জি শক্তি বলা হয়। এটা মাপা হয় ৯.৮ মিঃ প্রতি সেকেন্ডে অথবা ৯.৮ নিউটন শক্তি প্রতি কিলোগ্রাম হিসেবে। সুতরাং ২-জি শক্তি উপরে বর্ণিত শক্তির দ্বিগুণ এবং ঘণ্টা পিছু ১৭,৫০০ মাইলের গতি মনে হয় যথেষ্ট গুরুতর ব্যাপার। ছাত্রজীবনে পদার্থ বিজ্ঞান বস্তুটিতে আমি বিশেষ পারদর্শী ছিলাম না এবং স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে পরিণত বয়সেও উপরে উল্লেখিত সংখ্যাগুলো শুধু সেই বিভ্রাট বাড়িয়ে তুলেছে। যদিও এই মুহূর্তে বিশ্লেষণ নয়, আমার সমস্ত মনোযোগ সেই শক্তির সাথে জড়িত অনুভূতির সাথে। কেমন লাগবে এই শক্তির সম্মুখীন হতে? আমি তখন দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে, দরজাটা পেরোলেই আমি নাগাল পাবো স্পেস শার্টল লঞ্চ স্টিমুলেটর-এ যা নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার, কেপ কানাভেরাল ফ্লোরিডা-তে অবস্থিত।

যথেষ্ট রোমাঞ্চিত মনে আমার দিন শুরু ওরল্যান্ডোতে বাসে ওঠার সময় যা নিয়ে যাবে আমায় কেপ কানাভেরালের নাসা সেন্টার-এ। দুই-ঘণ্টার মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে কেনেডি স্পেস সেন্টারের অতিথি কেন্দ্রের বাইরে, ষাটের দশকের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত এই স্থানটি পরবর্তীকালে বহু মার্কিন মহাকাশ যাত্রা এবং সবই স্পেস শাট্‌ল অভিযানের মধ্যমণির স্থান পেয়েছে। পৌঁছানো মাত্রই আমাদের তুলে দেওয়া হয়েছিল বিশেষ নাসা বাসে যা আমাদের ওই বিস্তৃত চত্বর ঘোরানোর অপেক্ষায়। এর মধ্যে বিশেষ দর্শনীয় জায়গা যেখানে অতীতের ব্যবহৃত রকেট দশতলা সমান হ্যাঙারের ছাদ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় টাঙানো রয়েছে। নীচে সাজানো অন্য প্রদর্শনীয় জিনিষের মধ্যে চাঁদের এক টুকরো পাথর রাখা ছিল সব বয়সী অতিথিদের জন্য। সব থেকে উত্তেজনাপূর্ণ, সেটা হল নির্মীয়মান আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র, সেটা আমাদের কাচে ঘেরা পর্যবেক্ষণ গণ্ডীর বাইরে। আগ্রহভরে সেই সব জিনিষগুলো দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, কোন একদিন এগুলোই আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

অপেক্ষামান বহু বাসের মধ্যে একটা বাসে করে প্রধান অতিথি কেন্দ্রে যখন ফিরে এলাম, সোজা সেই বিল্ডিং-এর দিকে এগোই যেটা প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—সেই জায়গা যেখানে স্পেস শাট্‌ল উৎক্ষেপণের অনুকরণ করা হয়। কিন্তু এই চিন্তা শুধু আমার একার নয়, বিল্ডিং-এর সামনে ভীষণ লম্বা লাইন—যার মানে কাঠফাটা ফ্লোরিডার রোদে দাঁড়িয়ে থাকা এবং আধ ঘণ্টা পরে ঘর্মাক্ত জামা পিঠে লেপটে আমি সেই বহু প্রতীক্ষিত বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করি।

বলাটা অপ্রয়োজনীয় বাড়িটির ভিতরের জোরদার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল। দল বেঁধে অপেক্ষা করার সময় দেখি চারপাশের টেলিভিশনের পর্দা আগাম জানিয়ে দিচ্ছে আমাদের আসন্ন অভিজ্ঞতার কথা। আমাদের বলা হল, প্রথমেই আমাদের একটা ছোট ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে উৎক্ষেপনের প্রাথমিক মুহূর্তের ঘটনাবলীর সাথে পরিচয় করানো হবে কৃত্রিম পূর্ণ নির্মাণ দ্বারা। আমাদের চোখ তখন টেলিভিশনের পর্দায় আটকে উৎক্ষেপণের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য বুঝে নেওয়ার জন্য। শেষ মুহূর্তের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকলো এবং উৎক্ষেপণের দলের বিভিন্ন সদস্যদের দেখা গেল ব্যস্ত হয়ে উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের বা লঞ্চ প্যাডের চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে। ঘরের একপাশে একটা পুরানো উৎক্ষেপণের দৃশ্যে দেখা গেল সাদা ধোঁয়ার রেশ, প্রচণ্ড গতিতে শাট্‌লটি উর্দ্ধমুখ হল এবং পর্দায় ফুটে উঠল কক্ষপথে উৎক্ষেপণের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ১,৭৫,০০০ মাইল। আমি প্রকৃত মানে বুঝতে চেষ্টাও করিনি। অবশেষে পর্দায় একজন ব্যক্তি দেখা দিলেন, আমাদের জানালেন যে পরবর্তী পর্বের প্রস্তুত হওয়ার জন্য সমস্ত সূচনা দেওয়া হয়েছে।

সামনের দরজা খুলে গেল, একজন লম্বা ভদ্রলোক পরনে সামরিক বেশ, এবং মাথায় সাদা টুপি, আমাদের কুড়িজনের দলকে স্বাগত জানালেন এবং বললেন—অনুগ্রহ করে জামার পকেট দেখে নিন, সেটা যেন খালি থাকে। আমাদের আগেই এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল এবং হাতেও যেন কিছু না থাকে সেটাও জানানো হয়েছিল।

যে ভদ্রলোক আমাদের দ্বিতীয় ঘরে স্বাগত জানিয়েছিলেন, গমগমে গলায় বলে উঠলেন যাত্রা শুরু হতেই আপনাদের চেয়ার পিছন দিকে হেলে যাবে। স্পেস শাটল ককপিট থেকে উলম্বভাবে অর্থাৎ খাড়াভাবে উৎক্ষেপিত হয়। পকেটে যদিও বা কিছু থাকে, সেটা পড়ে যাবে খেয়াল রাখুন যেন পকেট খালি থাকে।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবার আমরা আমাদের পকেটগুলো দেখেনিলাম। শীঘ্রই ঘরের শেষ প্রান্তের দরজা খুলে গেল এবং আমরা প্রবেশ করলাম শাট্‌ল চালকের আসনে অর্থাৎ কক্‌পিটে। মনে করুন খুব ছোট সিনেমা হল আর আপনার চারপাশে পুরোপুরি সিনেমার পর্দা পরিবেষ্টিত সাত সারি চেয়ার, সারি পিছু চার-পাঁচজনের বসার ব্যবস্থা। বসতে গিয়ে খেয়াল করলাম 'C' আকৃতির দুটি ধাতব রড আমার দুই পাশে নেমে এল। সোজা ভাষায় দুই ধাতব হাতলের মধ্যে আমি বাক্সবন্দী। কোন এক যান্ত্রিক গলার অবিরত নির্দেশ অনুযায়ী সিটের সাথে লাগানো বেল্টগুলো আটকে নিলাম আমার শরীরের সাথে। সামরিক বেশধারী সেই ভদ্রলোক শেষবার দেখে নিলেন আমরা যথাযথ সুরক্ষিতভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেল্ট বেঁধে নিয়ে বসেছি কি না। "উৎক্ষেপণের আনন্দ উপভোগ করুন"—ঘোষণা করেই দরজা টেনে বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন।

▶ মহাকাশে খাওয়ার আইস ক্রীম

▼ স্পেস সাটেল, নাসা

প্রায় তৎক্ষণাৎ আমাদের চারধারের পর্দা জীবন্ত হয়ে উঠল। সামনের পর্দায় দেখানো হচ্ছে উৎক্ষেপণের জন্য অপেক্ষায় থাকা শাটলের ছবি। এটাই আমাদের শাট্‌ল। পার্শ্ববর্তী পর্দায় তখন ভেসে উঠেছে উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের পুরুষ ও মহিলার ছবি। আমাদের চেয়ার আস্তে আস্তে পিছনের দিকে হেলতে শুরু করল। মেঝের একটি অংশ উপরের দিকে উঠছিল। আমি, শক্ত করে চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরলাম যেন পড়ে না যাই। শীঘ্রই আমি পুরো হেলে গিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে। লক্ষ্য করলাম ওখানেও পর্দায় দেখা যাচ্ছে আমাদের শাট্‌লটি উৎক্ষেপণের জন্য তৈরী। চারপাশ একদম জনমানবশূন্য। পাশের পর্দায় এক ভদ্রলোক এসে ঘোষণা করলেন, আমরা সবাই উৎক্ষেপণের জন্য তৈরী। আমরা টি-মাইনাস নয় মিনিট উপক্রম করে এসেছি এবং এরপরের ঘটনাগুলো এক লঞ্চ কমপিউটার সফটওয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংচালিত পদ্ধতি।

পর্দায় কাউন্টডাউন ঘড়ি দেখা দিল—ঘড়ির কাঁটা তীব্র বেগে এবং শীঘ্রই ৬০-সেকেন্ডে এসে পৌঁছালো। আর একটি পর্দায় আর-একজন ছাই রঙা জামা পরা কর্তাব্যক্তি ঘোষণা করলেন টি-মাইনাস ৬.৬ সেকেন্ড; এখন প্রধান ইঞ্জিনগুলো ক্রমানুসারে জ্বালানো হচ্ছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি এক অদ্ভুত অনুভূতিকে পাত্তা দিইনি কিন্তু এবার দিতেই হল। আমি খেয়াল করলাম ঘরটা কাঁপছে। একটা ছোট ঝাঁকুনি যা দ্রুত তীব্রতর হচ্ছে। এবার বুঝতে পারলাম কেন আমাদের পকেট খালি করতে বলা হয়েছিল, কিছু যদি থাকতো তা নিশ্চয়ই পড়ে যেত। আমি বুকের মধ্যে একধরনের চাপ অনুভব করলাম এবং আপ্রাণভাবে ধাতব হাতলগুলো আঁকড়ে ধরে রইলাম, মনে হল কোন এক প্রচণ্ড বলশালী অদৃশ্য শক্তি আমাকে চেয়ারের গভীরে ঠেলে দিচ্ছে। পরে ভাবতে গিয়ে বুঝেছি সেই চাপ আর কিছুই নয়, পরিকল্পিতভাবে বেল্টের ক্রমশ আঁটো হওয়া এবং চেয়ারের পিছনের দিকটা উঠে এসে আমার পিছনে ক্রমশ চাপ (ধাক্কা) দেওয়ার যৌথ প্রক্রিয়া। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার কাছে সেটি এমনই এক অনুভূতি যার সম্মুখীন আমি কোনদিন হইনি। পর্দার দিকে তাকিয়ে দেখলাম রকেট বুস্টরের থেকে ঘন আগুনের গোলা এবং ধোঁয়া বেরোচ্ছে, সেই সঙ্গে শাট্‌লটা একটু একটু দুলছে। সেই দোল খাওয়ার অনুভূতি আমি আমার চেয়ারে বসে পেলাম। আমার শরীরের ওপর চাপ এতই বেড়ে যেতে লাগল, আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, ভাবতে লাগলাম এই চাপ আর কত দৃঢ় হবে আর আমি এই চাপটা শরীরের ওপর সহ্য করতে পারব তো?

ইতিমধ্যে পর্দায়-যে শাট্‌লটা দেখা যাচ্ছিল মনে হল যেন এক ফুট মতন উঁচুতে উঠে গেছে; তাহলে এটাই উৎক্ষেপণের মুহূর্ত বা লিফ্‌ট অফ। চোখের নিমেষে শাট্‌ল আকাশের দিকে ছুটল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমার চেয়ারও উপরের দিকে উঠছে—কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। পর্দায় শাট্‌লটি আকাশের এক অদূরবর্তী বিন্দু হতেই আমাদের চেয়ার ও ঘরের মেঝেতে ঠেকলো ও সাধারণ অবস্থায় ফিরে এল। ঘরের বাতিগুলো জ্বলে উঠল। আমার মতো হতভম্ব ভাব সবার চোখে মুখে দেখা গেল। কিন্তু চোখ চক্‌চক্ করছে। বাইরে চড়া রোদে বেরিয়ে খেয়াল করলাম আমাদের এই মহাকাশ যাত্রা পাঁচ মিনিটের মতো সময় নিয়েছে কিন্তু কি ভীষণ অভিজ্ঞতাটাই না হয়েছে আজকে।

আমার পরের দিনের পরিকল্পনা আরো একটি থীম পার্ক-কে নিয়ে কিন্তু একেবারেই আলাদা ধরনের যদিও যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার পূর্বাভাস রাখে কারণ এটি অনুপ্রাণিত এমনই এক বিষয় থেকে যা আমার কাছে স্পেস শাট্‌লের থেকে বেশী পরিচিত এবং আমি এই বিষয়টি ভীষণভাবে উপভোগ করি—সিনেমা বা চলচ্চিত্র।

ইউনিভার্সাল স্টুডিও দ্বারা নির্মিত এই পার্কটি তিনটে ফুটবল মাঠের জায়গা জুড়ে প্রসারিত। পার্কটির ভিতরে বেশ কয়েকটি বড় বড় বাড়িতে সাজানো রয়েছে জনপ্রিয় কিছু সিনেমার সেট। যেমন—দ্য মমি, হ্যারি পটার সিনেমা অনুরাগীরা সিনেমা বা ছবি দেখার আগেই সেই সেটগুলো এখানে দেখে নিতে পারবে।

পার্কে প্রবেশ করেই আমি মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিলাম, সময় নষ্ট না করে এগিয়ে গিয়েছিলাম প্রথমেই সিনেমার সেট বা প্রদর্শনের দিকে যা আমি দেখতে চাই। সিনেমা বা ছবির নাম জস্। যাওয়ার পথে হলিউডের বেভারলি হিলস্ এবং নিউ ইর্য়ক শহরেরর লোয়ার ম্যান হাটন-এর রাস্তার হুবহু নকল প্রদর্শন। আমি নিউ ইর্য়ক ডাইনারের সামনে দাঁড়ালাম। এমনই এক খাওয়ার জায়গা যার স্থাপত্য ষাটের দশকের কথা মনে করিয়ে দেয়। সামনে রাখা আছে সেই যুগেরই গোলাপী রঙের ছাদ খোলা গাড়ী বা কনভার্টিবল আর সেই গাড়ীতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অবিকল মেরিলিন মনেরোর মতো দেখতে এক মহিলা, ছোট লাল স্কার্ট আর সাদা হাত কাটা জামা পরে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একই ধরনের পোশাক পরা আটজন অল্পবয়সী মেয়ে। তারা সবাই একটা সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। দেখে মনে হচ্ছিল বাজনা ঠিক মতো চালু হলেই পরিকল্পিত নাচ প্রদর্শন হবে।

মনরো ও তার বাহিনীকে তাদের মতো ছেড়ে দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম নিজের পরিকল্পিত সেটের দিকে। ঢোকার মুখেই উলটো করে ঝোলানো কুড়ি ফুট লম্বা বিশাল হাঁ করা হাঙরের প্রতিমূর্তি দেখে আমি নিঃসংশয় যে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এই মূর্তিমান হাঙরের সাথে ছবি তোলার জন্য বাচ্চা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের লম্বা লাইন দেখে কিছুটা দমে গেলাম। বেশীর ভাগই ক্যামেরাধারী জাপানি পর্যটক। গলায় সফর কোম্পানির নামের ট্যাগ ঝোলানো। হাঙরের বিশাল মুখ গহ্বরের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে এক অনবদ্য ছবি সৃষ্টি করার তাদের হিড়িক দেখে আমি ভাবছি কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আর সত্যিই কি আমার পোষাবে ওদের পিছনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে?

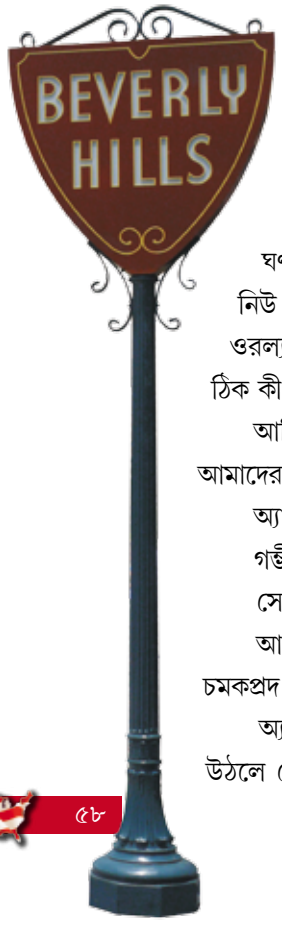

ঠিক এই সময় পার্কের একজন পরিচারক আমার দিকে এগিয়ে এল, নাম অ্যানা, বয়স বছর কুড়ি, উচ্চতা পাঁচ ফুট মতন, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কালো চুল। বিনয়ের সাথে সে জানালো—"আমি দুঃখিত, কিন্তু এক ঘণ্টার মতো আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে"।

একটা বড়সড় পর্যটক দল এসেছিল, ও আমাকে পরামর্শ দিল, আমি যেন দেড় ঘণ্টা পরে ফিরে আসি। কথা বলতে বলতে অ্যানার নজরে পড়ল আমার ক্যামেরার ব্যাগে নিউ ইয়র্কের তকমা লাগানো, সেই দেখে বলল হালেই সে নিউ ইয়র্কের কলেজ শেষ করে ওরল্যান্ডো চলে এসেছে, উৎসাহের সঙ্গে প্রথম চাকরি করছে, যতদিন না ও বুঝে ওঠে জীবনে ঠিক কী করতে চায়।

আমি একটা সুযোগ নিলাম ভিতরের ব্যাপার জেনে নেওয়ার জন্য। আমি শুনেছি, সেট-এ আমাদের হাঙর ধাওয়া করবে। এটা কি সত্যি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

অ্যানা চোখ টিপে বলল, "নিশ্চয়ই! তুমি শুধু অপেক্ষা করো আর দেখো কী কী হয়।"

গম্ভীর মুখ করে আমি আরো কিছু জানার জন্য অ্যানাকে একটু জোড় করলাম।

সে বলল, "দুঃখিত, আমি সেটা পারি না, দর্শকদের মজা নষ্ট করার অধিকার আমার নেই।"

আমি অন্য রাস্তা নিলাম, অনুরোধ করলাম, তাহলে আমাকে শুধু বলো, কীভাবে আমি সুন্দর চমকপ্রদ ছবি তুলতে পারি।

অ্যানা মিনিট খানেক আমাকে ভালো করে দেখে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল নৌকায় উঠলে চেষ্টা করো বাদিকের তৃতীয় সারিতে বসতে। দেড় ঘণ্টা পর সেই একই জায়গায় ফিরে

▲ জস সিনেমার সেটের প্রতিরূপ

আসার পর অ্যানা জানালো বড় পর্যটক দলটা বহুক্ষণ আগে বিদায় নিয়েছে এবং এখন ঠিক সময় প্রবেশ দ্বারে গিয়ে অপেক্ষা করার জন্য।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছোট একটি দলের সাথে পনেরো ফুট লম্বা সাদা নৌকার দিকে পা বাড়ালাম এবং বাঁদিকের সেই আদর্শ আসন-টাও পেয়ে গেলাম। নৌকার হাল ধরে থাকা আমাদের গাইড জো নিজের পরিচয় জানিয়ে ঘোষণা করল আমাদের যাত্রা শুরু হতে চলেছে, নৌকা চলতে শুরু করলে আমি জলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ক'ফুট মাত্র জল এবং নৌকা মেঝেতে লাগানো লাইন ধরে চলেছে। আমাদের সামনের দরজা খুলে গেল এবং আমরা মূল জায়গায় এসে পড়লাম।

জো আমাদের সাবধান করে দিল, এখানে অজস্র হাঙর দেখতে পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং সাবধান!

বলতে না বলতেই বোটের দুপাশে তারা তাদের উপস্থিতি জানান দিল পাখনার ঝাপটায়। সহযাত্রীরা কেঁপে উঠল। জলের দিকে তাকিয়ে মনে হল নিমেষের জন্য একটা বিশাল হাঙরের দেখা পেলাম। সাথে সাথে এটাও লক্ষ্য করলাম একটা বসানো লাইনের উপর দিয়ে দশ ফুট হাঙর এগিয়ে চলেছে।

জলের ধারে কিছু কাঠের বাড়ি নির্মাণ করে জেলেদের বসতির মতো সেট তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে জলের উপর নেমে এসেছে মোটা কালো তার, কিছু মানুষ সেটাকে টেনে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত।

আমাদের নৌকা ওই তারের চার ফুট দূরত্বের মধ্যে এসে থমকে যায় এবং জো আতঙ্কিত ভাবে ঘোষণা করে "আমাদের নৌকা মনে হচ্ছে খারাপ হয়ে গেছে, আমরা আটকে গিয়েছি"।

ঘাটের দুইজন মানুষ উত্তেজিতভাবে জলের দিকে ইশারা করলো, পরক্ষণেই আমরা দেখলাম হাঙরের পাখনা নৌকার বাঁদিক থেকে দ্রুতগতিতে জল তোলপাড় করে এগিয়ে আসছে, এবং আমাদের নৌকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার প্রকাণ্ড হাঁ, রক্ত লাল মাড়ি এবং ধারালো দাঁত পরিষ্কার দেখা গেল। প্রবল ঢেউ-এর ধাক্কায় নৌকা ভীষণভাবে দুলে উঠল এবং একপাশে হেলে পড়তে সামনে বসা একটি ছোট্ট বাচ্চা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। ততক্ষণে আমি ক্যামেরা হাতে নিয়ে তৈরী আসন্ন ঘটনার সাক্ষী হতে। আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী হাঙরটা লাফিয়ে উঠে বৈদ্যুতিক তারে কামড় বসালো এবং স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো।

আমার সময় জ্ঞান কিন্তু অসাধারণ। সেই মুহূর্তেই আমার আঙুল ক্যামেরার বোতাম টিপে ধরেছিল। এর ফলাফল অবিস্মরণীয়। এখনো আমার প্রিয় ছবির তালিকায় এই ছবিটা রয়ে গিয়েছে।

সেট থেকে বেরোতেই দেখি অ্যানা একদল বাচ্চাদের সাথে কথা বলছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ভুরু তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো, আমি হাত নেড়ে বুড়ো আঙুল তুলে দেখালাম। ওর হাসি দেখে বুঝলাম অ্যানার দেওয়া ছোট গোপন তথ্য আমার কাজে এসেছে। এটা সত্যিই, ওর এই ছোট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার অরল্যান্ডো সফরের অভিজ্ঞতাকে অনবদ্য করে তুলেছিল।

▼ নিউ ইয়র্ক সিটির প্রতিরূপ

▲ স্যানফ্রান্সিসকো সিটির প্রতিরূপ

আমার কিছু প্রিয়

Restaurants: Capital Grille, 9101 International Drive, Orlando, FL 32819, Ph 407-370-4392; the capitalgrille.com (Steak House). Aashirwad, 7000 South Krikman Road, Orlando, FL 32819, Ph 407-370-9830, aashirwadrestaurant.com (India).

Museums: Madam Tussaud Wax Museum, madamtussauds.com; Orlando Science Center, osc.org; Mennello museum of American Art, mennellomuseum.org; Trainland Trolley and Train Museum, trains.com.

Shopping: International premuium Outlets, premiumoutlets.com; Florida Mall, simon.com/the-florida-mall; lake Buena Vista Factory Stores, Lbvfs.com

Sightseeing Tours: internationalhelitours.com; airforcefun.com; supertours.com; Orlando-tours.com

Local Beer: orlandobrewing.com; axs.com

Bars and Lounges: Pub Orlando, experiencethepub.com; Swirley Wine Bar, swirley.com

Public Transportation: Golynx.com

State Tourism Website: visitorlando.com; visitflorida.com

Other: universalorlando.com; Disneyworld.disney.go.com; seaworld.com/orlando; fun-spot.com; i-drive360.com; kennedyspacecenter.com; orlandobeerguide.com

Nearby: St Augustine in Florida, oldcity.com, is the oldest city in the mainland of the USA and a one hour taxi ride away. Miami is a one hour flight away, miamiandbeaches.com, and seven and half hours by train.